ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়

ধর্মশাস্ত্র :

"প্রেরিতদূতেরা যা-কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গেই শুনত; তারা মিলেমিশেই জীবন যাপন করত এবং নিয়মিত ভাবেই রুটি-ছেড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থণা-সভায় যোগ দিত।

সেখানকার প্রতিটি মানুষের মনে কেমন যেন একটা ভয়-বিস্ময় জেগে উঠতে লাগল, কেননা প্রেরিতদূতেরা সেই সময় বহু আলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন, বহু ঐশ-নিদর্শন দেখাচ্ছিলেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তো সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সব কিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়-সম্পদ বিক্রি করে যা পেত, তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ করে দিত। দিনের পর দিন তারা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিত ভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে রুটি-ছেড়ার অনুষ্ঠানও করত; তারা আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করত। নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত তারা; সকলেই তাদের ভালবাসত। প্রভু পরিত্রাণের পথে যাদের নিয়ে আসছিলেন, তাঁরই প্রেরণায় তেমন সব মানুষ দিনের পর দিন এসে শিষ্যদলে যোগ দিচ্ছিল।" *[শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭] [এছাড়া - শিষ্যচরিত ৪: ৩২-৩৭; লুক ২৪:১৩-৩৫]*

প্রারম্ভিক প্রার্থণা

হে পিতা ঈশ্বর, আমাদের সৃষ্টিকর্তা; হে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের পরিত্রাতা; হে পরম পবিত্র আত্মা, আমাদের স্বান্তনাদাতা; ত্রিব্যক্তি এক ঈশ্বর, আমরা তোমার গুণকীর্তণ করি ও তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তুমি আমাদের কাছে প্রকাশ হয়েছো এক ও অভিন্ন ঈশ্বর রুপে, এক সম্প্রদায় হয়ে।

হে প্রেমময় পিতা, তুমি তোমার আপন পুত্রকে পাঠিয়েছিলে এই জগতে এবং তাঁর মাধ্যমে স্থাপন করেছিলে তাঁর শিষ্যদের সম্প্রদায় - এই খ্রীষ্টমন্ডলী। আমরাও যেন ঐরুপ সম্প্রদায়ের সম্প্রদায় আমাদের প্রতিটি ধর্মপল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তার জন্য তোমার সাহায্য ভিক্ষা করি।

তোমার পরম সহায়ক পবিত্র আত্মা-কে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো, প্রভু, যেন তাঁর প্রভাবে আমরা তোমার জীবন বাণী উপলব্ধি করতে পারি এবং সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে একে অপরের প্রতি ভালবাসাপূর্ণ সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। আমরা এই প্রার্থণা করি তোমার পুত্র, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে। আমেন॥

ভূমিকা :

যীশুখ্রীষ্টের ২০০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, ব্যঙ্গালোরে আয়োজিত "যীশু খ্রীষ্ট জয়ন্তি ২০০০" নামক জাতীয় উৎসবে উপস্থিত সকল ধর্মপাল্, যাজক, ধর্মব্রতী ও সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ ভারতের খ্রীষ্টমন্ডলীর হয়ে এক ঐতিহাসিক দর্শন বিবৃতি পেশ করে। এই বিবৃতিতে বলা হয় যে "তৃতীয় সহস্রাব্দে মন্ডলীর নবতম রূপ হবে সম্প্রদায়ের সম্প্রদায় হিসেবে এবং তা রূপায়িত হবে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে।

এই উপলব্ধির পেছনে ছিল মন্ডলীর বর্তমান কাঠামোর কিছু ব্যবহারিক অসুবিধার অভিজ্ঞতা। আমাদের ধর্মপল্লীগুলি বৃহত প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে সেখানে ঐশবাণীর ওপরে ভিত্তি করে দৃঢ় বুনিয়াদ গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি। এমন কি, দীন-দরিদ্রদের প্রতি সত্যিকারের সাহচর্য্য ও সহমর্মিতার বোধও সঠিক ভাবে জাগানো যায় নি ॥

স্থানীয় মন্ডলীর এই পালকীয় প্রয়োজনে সাড়া দিতেই ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এবং তা সাধারণ খ্রীষ্টভক্তজনের রোজকার জীবনে বিশ্বাসের পূর্ণতা লাভ করতেও সাহায্য করেছে।

ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়-কে তাই এই যুগের এক বিশেষ উপহার হিসেবে আমাদের মানতে হবে যার মাধ্যমে সকল খ্রীষ্টভক্তগণ তাদের বিশ্বাসকে যাপন করতে পারবে এবং গোড়ার দিকের খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের আদর্শানুযায়ী নতুন ভাবে খ্রীষ্টিয় সমাজ গড়ে তুলতে পারবে। এই সম্প্রদায়গুলি-ই বিবেচিত হবে মন্ডলীর নবরূপ হিসেবে, যা হবে তৃণমূল–স্তরের মন্ডলী, অর্থাৎ, পাড়ার মন্ডলী ॥

ভাগ ১ : খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষা

দ্বিতীয় ভাটিকান

যীশু খ্রীষ্টের সেবা কাজের সূচনাকাল থেকেই ঐশবাণী ঘোষিত হত কথায় ও কাজে। এবং সেই থেকেই গঠিত হয় প্রেরিতদূত ও ৭২ জন শিষ্যদের সম্প্রদায়। এই একই কর্ম-প্রয়াসের উদ্যোগে, বিশেষ করে সাধু পিতর ও সাধু পল-এর প্রচেষ্টায়, এশিয়া মাইনর [Asia Minor]-এর বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত হয় বহু স্থানীয় খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়। **[Lumen Gentium. Article No.5]**

যুগ-লক্ষণগুলো নিরীক্ষন করার এবং মঙ্গলসমাচারের আলোকে সেগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়ীত্ব মন্ডলী সব সময়ই বহন করে থাকে। **[Gaudium et Spes, Article No.4]**

উত্তম বীজের মত প্রেম যদি বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের অন্তরে ফসল ফলাতে চায়, তাহ'লে প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তের উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তাঁর-ই অনুগ্রহের সাহায্যে কাজে পরিণত করা। **[Lumen Gentium. Article No.42]**

প্রভুর ভোজের রহস্যানুষ্ঠানে নিয়মিত যোগদানের ফলে মন্ডলীর জীবন যেমন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি ঐশবাণীর প্রতি ক্রমবর্ধমান ভক্তি-শ্রদ্ধার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে "নিত্যস্থায়ী" নতুন প্রেরণা সঞ্চারিত হতে পারে । [Dei verbum. Article No.26]

খ্রীষ্টের সাথে মিলন লাভে সকল মানুষই আহুত, কেননা খ্রীষ্ট হচ্ছেন জগতের আলো। তাঁর কাছ থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করি; তাঁর মধ্যেই আমরা জীবন যাপন করি এবং তাঁর দিকেই ধাবিত হয় আমাদের সমগ্র জীবন ॥ [Lumen Gentium. Article No.3]

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা পরবর্তী দলিল পত্র

মৌলিক খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়গুলি খুব সহজেই তাদের নিজেদের মত করে হয়ে উঠতে পারে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় স্তরে পূজা-অর্চনা, বিশ্বাসের গভীরতা, ভ্রাতৃজনোচিত সহৃদয়তা ও প্রার্থণার এক সম্প্রসারণ । কোন পল্লিগ্রামের মত ছোট জনগোষ্টির পাদ্রীদের সাথে যোগাযোগ রাখা বা স্থাপন করা।

এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হতে পারে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ ও ধ্যান করা এবং পবিত্র সংস্কার ও ঐশপ্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করা। যেমন, যারা বয়স, সংস্কৃতি, নাগরিক বা সামাজিক অবস্থানের বিচারে সম পর্য্যায়ের মানুষ; যারা বিবাহিত যুগল, যুবক-যুবতী, পেশাদার ব্যক্তি, ইত্যাদি; অথবা যারা ন্যায়-বিচার আদায়ের সংগ্রামে, গরীবদের সহায়তা দানে ও মানুষের অগ্রগতির কাজে ইতিমধ্যেই যুক্ত রয়েছে।

[পোপ ৬ষ্ট পল-এর পত্র 'Evangelium Nuntiandi']

এই মৌলিক মান্ডলিক সমাজগুলই হ'ল মন্ডলীর অভ্যন্তরীন জীবনী-শক্তির চিন্হ, খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার ও গঠনের সহায়ক এবং "প্রেম-ভালবাসার সভ্যতা"-র ওপর ভিত্তি করে এক নতুন সমাজ গড়ে তোলার বলিষ্ঠ প্রারম্ভ-বিন্দু ॥ *[Asia-র উদ্দেশ্যে পোপ ২য় জন পল-এর সার্বজনীনপত্র]*

"আমি এশীয় মহাদেশের মন্ডলীকে উৎসাহিত করব যেন, যেখানে সম্ভব, তারা যেন এই মৌলিক মান্ডলিক সম্প্রদায়কে মন্ডলীর ঐশবাণী প্রচার কার্যক্রমের এক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিসেবেই মেনে নেয়।" *[Asia-র উদ্দেশ্যে পোপ ২য় জন পল-এর সার্বজনীনপত্র]*

FABC - Federation of Asian Bishops Conferences

ফেডারেশন ওফ এশীয়ান বিশপস কনফারেন্সেস (FABC) এই মৌলিক মান্ডলিক সমাজকে স্থানীয় মন্ডলীর পর্য্যায়ে উন্নীত করে এটিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মন্ডলীর স্থানীয়করণ ও বাস্তবরূপদান এই মান্ডলিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায় । এটি খ্রীষ্টের আদর্শকে রূপায়িত করতে তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের একত্রিত হওয়া এক প্রতীয়মান সম্প্রদায়। এটি এমন এক সম্প্রদায়

যেখানে মানুষ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভালবাসার এক অকৃত্রিম আন্তঃব্যক্তি সম্পর্কে আবদ্ধ, যা সাহচর্য ও বিনম্র সেবার মাধ্যমে সকলের কাছেই প্রসারিত। কার্যকরী সাক্ষ্যদান ও বিনম্র সেবা কাজের মধ্য দিয়ে এটি একটি বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার সম্প্রদায়।

CBCI - Catholic Bishop's Conference of India

আদর্শ ধর্মপল্লী বা ধর্মপ্রদেশ হচ্ছে বিশ্বাসীদের এক সম্প্রদায় যেখানে ঈশ্বরের জনগণের সকল মানুষ ছোট ছোট দলে জড়ো হয়ে মন্ডলীর বিভিন্ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত-গ্রহণ ও তা কার্যকরী করার কাজে জড়িত থাকে।

CBCI-এর ত্রিভানদ্রাম (Trivandrum) অধিবেশনে প্রতি ধর্মপ্রদেশে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

মন্ডলীর আদর্শ রূপ হওয়া উচিত "সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়" হিসেবে। মন্ডলীর প্রেরণকার্যে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়-গুলি এক শক্তিশালী সাক্ষ্যদনের উপায় বলে, এগুলিকে উৎসাহিত ও লালন করা একান্ত-ই প্রয়োজন।

'যীশু খ্রীষ্ট জয়ন্তি সভা ২০০০' তাই এই সুপারিশ করেছে :

"প্রেরণকার্যের ধারণাযুক্ত স্থানীয় মন্ডলী গড়ে তোলার কাজে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, তার পরিপেক্ষিতে ভারতে ধর্মপালদের সকল সংস্থা-ই যেন মন্ডলীর পালকীয় কর্তব্যের মধ্যে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় গড়ে তোলার কাজকে-ই অগ্রাধিকার দেয়।"

এই ভাবে আমাদের ধর্মপল্লীগুলি এমন এক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে "যার প্রতিটি জীবন্ত কোষ সর্বদা পুরোপুরি সজীব ও সক্রীয়।"

ভারতের ধর্মপালগণ নিজেদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছেন যে "আগামী দু'বছরের মধ্যে এমন এক অংশগ্রহণকারী সংগঠন কাঠামো (পালকীয় পরিষদ, আর্থিক সমিতি, ইত্যাদি) স্থাপন করবে যেখানে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব থাকবে না বরং ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তণের মধ্যে দিয়ে মন্ডলিকে গড়ে তোলা হবে সত্যিকারের অংশগ্রাহী॥

আঞ্চলিক ধর্মপাল পরিষদ-এর নির্দেশ

বাংলা-সিক্কিম অঞ্চলের ধর্মপালগণ এই ঘোষণা করেছেন যে এই অঞ্চলের পালকীয় কাজে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ॥

ভাগ ২ : আলো - ছায়া পরিস্থিতি

২.১ আলো পরিস্থিতি

- প্যারিশ, ডীনারী ও মহাধর্মপ্রাদেশিক স্তরে সকল শিক্ষকদের বাছাই করা হয় এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- নিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ।
- নাগপুরে আয়োজিত ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের ঐশতাত্ত্বিক পাঠক্রমে প্রশিক্ষিত দু'জন যাজক ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের প্রচার কার্যে সাহায্য করছেন ।
- ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে সমাজের সকল স্তরে ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও তা উপলব্ধি করার আগ্রহ আরো বেশী মাত্রায় অর্জন করা গেছে।
- বিভিন্ন প্রৈরিতিক কাজে আরো বেশী সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ।
- আত্মদান ও প্রার্থণা জীবনে উন্নতি সাধন ।
- জীবন ও বিশ্বাসের সংঘবদ্ধতা।
- আত্মদান ও উদারতার বৃদ্ধি।
- পবিত্র আত্মার শক্তির ওপর অধিক ভরসা ।
- সমাজ-কেন্দ্রিক কার্যকলাপের প্রতি আত্মোৎসর্গ, স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ ও দায়ীত্ববোধের বৃদ্ধি ।
- ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের শিক্ষক / প্রচারকদের মধ্যে আরো প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ ।
- একইভাবে তারা তৃণমূলস্তরের মানুষদের প্রশিক্ষন দিতে আগ্রহি ।
- সুসমাচার আলোচনা নিয়মিত আয়োজন করা হয় ।
- দৈনন্দিন বাইবেল পাঠ ও বাইবেল সম্বন্ধে জানার অধিকতর আগ্রহ।
- ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় পরিবারগুলির মধ্যে একতা ও সংহতির বৃদ্ধি।
- সুসমাচারের সাক্ষ্যদান।
- সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগনদের মধ্যে থেকে নেতৃত্বের আবির্ভাব।
- যারা ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত নন, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা ও সাক্ষাত করা।
- ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়-এর এই আন্দোলন-কে নেতৃত্ব দিতে বহু দায়বদ্ধ মানুষ এখন পাওয়া যাচ্ছে।
- পারস্পরিক ভালবাসা ও বিনম্রতা নিয়ে সকলে এক দলের সদস্য হিসেবে কাজ করছে ।
- সকল ধর্মপল্লীতে বছরে একবার ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় দিবস-এর উদযাপন।

২.২ ছায়া পরিস্থিতি

- ❖ ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে অজ্ঞানতা।
- ❖ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব।
- ❖ ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের প্রশিক্ষকদের মধ্যে একতার অভাব।
- ❖ কিছু পালপুরোহিত ও ধর্মব্রতীদের মধ্যে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অনাগ্রহ।
- ❖ পালপুরোহিত ও ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কের অভাব ।
- ❖ মহিলা ও শিশুদের তুলনায়, পুরুষদের অংশগ্রহণ খুব-ই কম।
- ❖ পালপুরোহিত ও ভক্তসাধারণের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ।
- ❖ পরিবারগুলি বেশ দূরে অবস্থিত।
- ❖ নিরক্ষরতা।
- ❖ পালপুরোহিতের অকার্যকরী সঞ্চালনা।
- ❖ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রবণতা ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের কাজকে ব্যহত করছে, বিশেষ করে শহরের ধর্মপল্লীগুলিতে ।
- ❖ ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের বিকাশের পথে মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সময়ের অভাব ও আগ্রহের ঘাটতি ।

ভাগ ৩ : লক্ষ্য নির্ধারণ

ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের গঠনের মাধ্যমে কলিকাতা মহাধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লীগুলি যেন খ্রীষ্টমন্ডলীকে এক সম্প্রদায় হিসেবে অনুভব করতে পারে, সেই কাজে সাহায্য করা।

ভাগ ৪ : কর্মক্রিয়া পরিকল্পনা

- ❖ প্রতিটি গ্রামে / পাড়ায় / রাস্তায় / অঞ্চলে একটি করে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের দল গঠন করা।
- ❖ প্রতি মাসে প্রতিটি ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় দলের সভা আয়োজন করা ।
- ❖ প্রতিটি ধর্মপল্লী পরিদর্শন করে একটি কেন্দ্রীয় দল গঠন করা ।
- ❖ নতুন প্রশিক্ষক তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা।
- ❖ ধর্মপল্লীগুলির প্রতিবেদন সংগ্রহ করে সেগুলি ধর্মপ্রাদেশিক পরিসেবা দল (Diocesan Service Team) -এর সভায় পেশ করা ।
- ❖ ধর্মপ্রাদেশিক পরিসেবা দল (DST)-এর সভা তিন মাসে একবার আয়োজন করা ।
- ❖ ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়-এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা।

- ❖ বছরে একবার ধর্মপ্রাদেশিক স্তরে সকল প্রশিক্ষকদের পর্যালোচনা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন সভা আয়োজন করা।
- ❖ বছরে একবার প্যারিশ ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় দিবস পালন করা ।
- ❖ পারিবারিক প্রার্থণার মধ্যমে বিশ্বাস গঠনে সকল পিতা-মাতাকে উৎসাহ দেওয়া।
- ❖ যাজকত্ব ও সন্ন্যাস-জীবনের আহবানে সাড়া দিতে পরিবারগুলিকে উদ্বুদ্ধ করা ।
- ❖ ঐশবানী দ্বারা যুব সম্প্রদায়-কে ক্ষমতা প্রদান করা ।
- ❖ ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সেবক নেতৃত্ব প্রবর্তণ করা ।

ভাগ ৫ : আলোচনার জন্য প্রশ্নমালা

- ❖ খ্রীষ্টমন্ডলী দ্বারা শেখানো "মন্ডলীর নব পথ" বলতে কি বোঝায়?
- ❖ বর্তমানকালে মন্ডলী ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের ওপর এত গুরুত্ব কেন দিচ্ছে, তার ৫টি কারণ উল্লেখ করো?
- ❖ কোন ৫টি উপায়ে আমরা অংশগ্রহণমূলক মন্ডলী গড়ে তোলার কাজে নিজেদের জড়াতে পারি?
- ❖ আপনার ধর্মপল্লীতে ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়-কে আরো শক্তিশালী করে তুলতে ৫টি উপায় ব্যক্ত করুণ।

উপসংহার

ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় সেই সকল মানুষদেরই আকর্ষণ করে যারা ঐশবাণী প্রচার করতে উৎসাহী, একাত্মতার অন্বেষী এবং মন্ডলীকে ভালবাসেন। যদিও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, ধর্ম-নিরপেক্ষ জগত ও মন্ডলীতে এই প্রকার সম্প্রদায়ের বিশেষ কদর নেই, তবুও এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ।

ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের জীবন হচ্ছে কেবলমাত্র আমাদের দীক্ষাস্নানের ভ্রাতৃত্ববোধ কিছু লোকের সাথে ব্যবহারিক অর্থে যাপন করা । সেখানে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই ঈশ্বরের বাণী, খ্রীষ্টপ্রসাদ ও প্রার্থণা; ভাগ করে নিই আমাদের সম্পদ, মেধা, প্রতিভা ও সময়। এক অর্থে, আমরা আমাদের পরস্পরের জীবনের সহভাগী হয়ে উঠি ।

এই রূপ সকল সম্প্রদায়ই বিশ্বজণীন মন্ডলী দ্বারা উৎসাহিত ও অনুমোদিত। এগুলি বাইবেল ভিত্তিক এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত থামির যা সাহায্য করে বিশ্বে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে, সামাজিক নবায়নে এবং প্রকৃতি, বিভিন্ন ধর্ম ও পড়শি সম্প্রদায়ের সাথে একসাথে বসবাস করতে।

যদিও এই প্রচেষ্টার সূচনা একটি সর্ষে বীজের মতই নগন্য ও গুরুত্বহীন, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও বিধানে তা একদিন হয়ে উঠবে বট বৃক্ষের-ই মত বিশাল।

আমাদের ধন্যা মা মারীয়া আমাদের হয়ে মধ্যস্থতা করবেন যেমন তিনি করেছিলেন কানা শহরের বিবাহ বাসরে এবং শিষ্যদের সাথে সেই ওপর-তলার ঘরে যেখানে তাঁরা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাই আমাদের এই মহাধর্মপ্রদেশ-এর মানুষের জীবনে ঘটবে নবায়ন ও পরিবর্তন॥

সমাপন প্রার্থণা

হে প্রভু যীশু, তোমার শিষ্যদের নিয়ে গঠিত সম্প্রদায়কে তুমি আদেশ দিয়েছিলে সকল দেশে তোমার সুসমাচার প্রচার করতে। তোমার ধন্যা মাতা মারীয়া, প্রেরিতদূতদের সেই প্রথম ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সাথে ছিলেন এবং তাদের অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেছিলেন তোমার ইচ্ছা পালন করতে।

প্রার্থণা করি যেন মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় এবং ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা যেন তোমার সন্তানদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তোমার প্রেম, শান্তি ও পুনর্মিলনের রাজ্য।

হে মা মারীয়া, সম্প্রদায়ের মধ্যেই বসবাস করতে তুমি আমাদের সাহায্য করো। যেন এর মধ্যে দিয়েই আমরা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পারি তোমার পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে, যাঁর মাধ্যমে আমরা এই প্রার্থণা রাখি। আমেন॥